প্রথম আলো

তারিখ ... 31 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

সিন্ডিকেট সভা ও প্রশাসনিক কাজ হয়নি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে সাধারণ শিক্ষক ফোরামের ডাকা 'সর্বাত্মক ধর্মঘটের' কারণে গতকাল মঙ্গলবার জরুরি সিন্ডিকেট সভা হয়নি। একই কারণে প্রশাসনিক ভবনেও কোনো কাজ হয়নি। ক্লাস হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগে। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সাধারণ শিক্ষক ফোরাম।

সরেজমিনে দেখা গেছে, গতকাল সকাল আটটা থেকে সাধারণ শিক্ষক ফোরামের ব্যানারে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে উপস্থিত হতে শুরু করেন। সকাল ১০টার দিকে ছিলেন অর্ধশত শিক্ষক। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার প্রশাসনিক ভবনে ঢুকতে চাইলে আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা তাঁদের প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ না করার অনুরোধ করেন। অনুরোধের কারণে তাঁরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অপেক্ষা করেন।

বেলা ১১টার দিকে পাঁচজন নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্য সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সিন্ডিকেট সদস্যরা হলেন সাধারণ শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ হানিফ আলী, কলা ও মানবিকী অনুষদের ডিন অধ্যাপক সৈয়দ মোহম্মদ কামরুল আহছান, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. তরিকুল ইসলাম ও অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মো. নূরুল হক। এ সময় তাঁরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন এবং বর্তমান উপাচার্যের সঙ্গে আর কোনো সিন্ডিকেট সভায় যোগ দেবেন না বলে জানান।

মুহম্মদ হানিফ আলী অভিযোগ করেন, শিক্ষকদের সর্বাত্মক ধর্মঘট কর্মসূচি ঘোষণা করা সত্ত্বেও প্রশাসন বিষয়টি আমলে না নিয়ে সিন্ডিকেট সভা ডাকে।

দুপুর পৌনে ১২টার দিকে উপাচার্য এলে তাঁর সঙ্গে দুই সহ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার প্রশাসনিক ভবনে ঢোকেন। এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, 'আজ (গতকাল মঙ্গলবার) সিন্ডিকেট সভা হবে। আশা করছি আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা হাইকোর্টের নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন।'

ধর্মঘট ডাকা সত্ত্বেও সিন্ডিকেট আহ্বান প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, 'আমি আজ সকাল আটটায় ধর্মঘটের নোটিশ পেয়েছি। আর সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সোমবার বিকেলে।'

এরপর পূর্বঘোষিত সিন্ডিকেট সভা বেলা ১১টায় হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে বেলা একটায় অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক।

বেলা একটার দিকে ঢাকা থেকে চারজন সিন্ডিকেট সদস্য এলে আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা তাঁদের সিন্ডিকেট সভায় যোগ না দেওয়ার অনুরোধ করেন। এরপর আন্দোলনকারী শিক্ষক নেতারা সিন্ডিকেট সদস্যদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেন এবং সিন্ডিকেট সভা স্থগিত করার অনুরোধ করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেট সভা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আবু বকর সিদ্দিক।

নতুন কর্মসূচি: বেলা তিনটার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন সাধারণ শিক্ষক ফোরামের সদস্যসচিব ও সহকারী অধ্যাপক মুহম্মদ কামরুল আহসান। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ বুধবার ও কাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান, শনিবার কালো ব্যাজ ধারণ, গণসংযোগ ও সংবাদ সম্মেলন।

কামরুল আহসান বলেন, উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং তিন দিন পর আবার নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

গণমাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্কে অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য প্রদান, গত বছরের ১ ও ২ আগস্ট ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী হামলার বিচার না হওয়াসহ ১২টি অভিযোগে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে ২০ জুন থেকে প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে শিক্ষক সমিতি। প্রশাসনিক ভবন অবরোধের কারণে সৃষ্ট অচলাবস্থার সমাধান চেয়ে ৭ জুলাই হাইকোর্টে রিট করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক ও এক শিক্ষার্থী। ২৪ জুলাই হাইকোর্ট প্রশাসনিক ভবন সচল করার নির্দেশ দিয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর রুল জারি করেন।